359

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAR. 3 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 2

বেসরকারী শিক্ষকদের দুর্ভোগ

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিগত সরকারের সৃষ্ট বৈষম্যের শিকার হয়ে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেয়াদ বৃদ্ধিকৃত হতভাগা শিক্ষকগণ আজ দিশেহারা। সরকারের শিক্ষা বিভাগের বিধি মোতাবেক বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীর বয়সসীমা ৬০ বৎসর এবং পরবর্তীতে কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সর্বদিক সক্ষম শিক্ষককে ৩ দফায় আরও ৫ বৎসর শিক্ষকতার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারেন। উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধিকৃত শিক্ষকগণ পূর্বের ন্যায় বেতন-ভাতাদিয় সরকারী অংশ যথারীতি ভোগ করতেন। কিন্তু বিগত সরকার তা একমাত্র ইংরেজী বিষয়ক শিক্ষকদেরই প্রদানের ব্যবস্থাকরতঃ অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের উক্ত অনুদানসমূহ প্রদান বন্ধ করে দেন। এখন প্রশ্ন ঃ বেসরকারী কয়টি বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট ইংরেজী বিষয় পাঠদান করে থাকেন। একটি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই কম-বেশী সমস্ত শ্রেণীতে মিলিতভাবে সব বিষয়েই পাঠ দান করে থাকেন। অথচ শুধু ইংগেজী বিষয়ক শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা হল। সেটা কোন্ মাফকাঠিতে করা হল তাও বোধগম্য নয়। তাহলে কি কেবল ইংরেজী শিক্ষকদের পেট ও পরিবার-পরিজন আছে। আর অন্যান্যদের কি এসব কিছুই নেই? যদি থাকে, তারা যদি স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে থাকেন, তবে এই বৈষম্য কেন? অনুদানভুক্ত উল্লিখিত ইংরেজী শিক্ষকদের চেয়ে অনুদানবিহীন শিক্ষকদের শ্রম, মেধা ও সময় কি কম ব্যয় হয়? অধিকাংশ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই মফঃস্বলে অবস্থিত বিধায় বেশীর ভাগ শিক্ষকেরই আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। তদুপরি নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে অর্থনৈতিক অবস্থা পঙ্গুত্বে পৌঁছে গেছে। যার ফলশ্রুতিতে মেয়াদ বৃদ্ধিকৃত মুষ্টিমেয় শিক্ষক ছাড়া দেশের সিংহভাগ শিক্ষকই দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁছে মানবেতর জীবন যাপন করছে।

পরিশেষে তাই এ বিষয়ে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণার্থে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

—এম এ হাকিম মিয়া,
প্রতিষ্ঠাতা এবং ভুক্তভোগী প্রধান শিক্ষক,
বাবুপুর কাছিম উদ্দিন বিদ্যাপীঠ,
ডাকঘর- খানগঞ্জ, জেলা- রাজবাড়ী।